কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 20 DEC 2013 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

অসম্পূর্ণ শিক্ষার একটি বছর, বন্ধ ২০৮ দিন

আজিজুল পারভেজ ও শরীফুল আলম সুমন ▶

পাঠ্য বই পড়া অনেকটাই বাকি। পরীক্ষাও শেষ হয়নি। এ অবস্থায় অসম্পূর্ণ শিক্ষা নিয়ে, আতঙ্ক আর উদ্বেগের বছর হিসেবে শিক্ষার্থীরা ২০১৩ সাল শেষ করছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিক্ষার্থীদের এই ক্ষতি অপূরণীয়।

'হরতাল, অবরোধের ক্ষতি শুধু আপ-পটোলের ক্ষতি দিয়ে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্ধারিতভাবে বন্ধ থাকায় প্রতিদিন সাড়ে ১২ কোটি শিক্ষা-ঘণ্টা বঞ্চিত হয়ে বাঙালি জাতির নতুন প্রজন্ম মনোগতভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে। এ গুরুতর বিরূপ প্রভাব পড়বে ভবিষ্যৎ জাতি গঠনে। এমনটি চলতে থাকলে বাঙালি চিন্তাপ্রবণ এবং সরস জাতির বদলে হয়ে উঠবে শুষ্ক ও বিকলাঙ্গ।' হরতাল-অবরোধে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি প্রসঙ্গে এভাবেই বলছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর।

অবরোধের কারণে দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে এবার সময়মতো বই পৌঁছানো নিয়েও শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এভাবে টানা অবরোধ চলতে থাকলে আগামী ১ জানুয়ারি শিশুদের নিয়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন অভিভাবকরা। এনসিটিবির বিতরণ বিভাগের নিয়ন্ত্রক মোস্তাক আহমেদ ভুঁইয়া কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শতভাগ বই পৌঁছাতে আমাদের আরো অন্তত তিন-চার দিন সময় দরকার। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের ৯৭ শতাংশ বই

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

অসম্পূর্ণ শিক্ষার একটি বছর

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

জেলা-উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এবতেদায়ি ও দাখিলের বই পৌঁছানোর হার ৮৫ শতাংশের নিচে। আমাদের সমস্যা দূরবর্তী জেলাগুলো নিয়ে। ওই সব জেলায় ট্রাক যেতে চাচ্ছে না। তার পরও বিশেষ ব্যবস্থায় বই পৌঁছাতে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি।'

হিসাব করে দেখা গেছে, রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে এ বছর প্রায় অর্ধেক সময়ই বন্ধ ছিল শিক্ষা কার্যক্রম। শিক্ষাপঞ্জি অনুসারে বছরে সাপ্তাহিক ছুটি ৫২ দিন আর অন্যান্য ছুটি হিসেবে ৮৫ দিন নির্ধারিত ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে গতকাল বৃহস্পতিবার যোগ হয়েছে ৭১ দিনের হরতাল-অবরোধ। এই সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ছিল অনির্ধারিত ছুটি। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট আর যুদ্ধাপরাধের বিচার ঠেকাতে জামায়াত-শিবির এ বছর গতকাল পর্যন্ত ৫৩ দিন হরতাল ও ১৮ দিন অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে। ফলে শিক্ষা বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২০৮ দিনই শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ছিল। এই হিসাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস হয়েছে ১৫৭ দিন। প্রকৃতপক্ষে পড়ালেখা হয়েছে আরো কম সময়। কারণ বছরের শুরু আর শেষের দিকের অনেক দিন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কোনো পড়ালেখাই হয় না। এর বাইরে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চারটি পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্র পড়েছে সেখানে ক্লাস হয়েছে আরো কম। তবে এবার ছুটির দিনে বেশ কিছু পরীক্ষা গ্রহণ করেছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো।

সাম্প্রতিক সময়ের হরতাল-অবরোধের চিত্র থেকে দেখা যায়, গত ২৬ নভেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ২৪ দিনের মধ্যে ১৮ দিন ছিল অবরোধ, এক দিন ছিল হরতাল। বাকি তিন দিন শুক্রবার, এক দিন শনিবার এবং ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের এক দিন সরকারি ছুটিসহ মোট পাঁচ দিন হরতাল-অবরোধ ছিল না। এই পাঁচ দিনের প্রথম দুই দিনে বিদ্যালয়গুলো একটি করে পরীক্ষা নিলেও পরে অবস্থা বেগতিক দেখে বাকি শুক্র ও শনিবারে দুটি করে পরীক্ষা নেয়। বিজয় দিবসের সরকারি ছুটিতে কোনো বিদ্যালয় খোলা ছিল না। এতে এখনো রাজধানীর অনেক বিদ্যালয়েই দুটি বা তিনটি পরীক্ষা বাকি রয়ে গেছে, যা এখন আর নেওয়া সম্ভব নয় বলে জানান একাধিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। এ ছাড়া আগামী বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। তারপরই এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। এসএসসি শিক্ষার্থীদের মডেল টেস্ট এবং এইচএসসির টেস্ট পরীক্ষাও নিতে পারছে না বিদ্যালয়গুলো।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের উপাধ্যক্ষ (দিবা-জুনিয়র) ফেরদৌস আরা বেগম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর তিন থেকে চারটি পরীক্ষা বাকি রয়েছে। আমাদের চিন্তা ছিল ২০ ডিসেম্বর (আজ) পরীক্ষা নেওয়ার। কিন্তু শুক্রবার সকাল ৬টা পর্যন্ত অবরোধ থাকায় তা নেওয়া সম্ভব হবে না। তাই ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে যে কয়টি পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর ষাণ্মাসিক পরীক্ষা ও ক্লাস টেস্টের ফলের ওপর ভিত্তি করেই বার্ষিকের রেজাল্ট দেওয়া হবে।'

রাজধানীর সরকারি স্কুলগুলোতে 'ক' গ্রুপের ভর্তি পরীক্ষা ১৯ ডিসেম্বর, 'খ' গ্রুপের ২০ ডিসেম্বর এবং 'গ' গ্রুপের ২১ ডিসেম্বর পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল। ১৯ ডিসেম্বর অবরোধের কারণে তা পিছিয়ে ২০ ডিসেম্বর শুক্রবার দেওয়া হয়েছে। তাই যারা দুটি গ্রুপ থেকে ফরম কিনেছিল তাদের দুই জায়গায় একই দিনে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. সৌমিত্র শেখর গবেষণা করে বের করেছেন, এক দিন দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রাখা মানে সাড়ে ১২ কোটি শ্রেণী-ঘণ্টা পাঠ থেকে জাতিকে বঞ্চিত করা! পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বিশ্লেষণ করে তিনি দেখেছেন, দেশে নিয়মিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা সোয়া তিন কোটির মতো। তারা তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দৈনিক গড়ে চারটি শ্রেণী-ঘণ্টা শিক্ষকদের কাছে পাঠ গ্রহণ করে থাকলে উল্লিখিত পরিসংখ্যান বেরিয়ে আসে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হয়েছে তাকে আমি ভয়াবহ বিপর্যয় হিসেবে দেখছি। এই বিপর্যয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চেয়েও ভয়াবহ। প্রকৃতিক বিপর্যয় একসময় পুষিয়ে ওঠা সম্ভব, কিন্তু শিক্ষার ক্ষতি পুষিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। অপর্যাপ্ত শিক্ষার কারণে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তা জাতিকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বহন করতে হবে।'

চলতি বছরে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, 'শিক্ষার্থীদের যথাযথ শিক্ষাদানে আমাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। নির্ধারিত সময়ে ভর্তি, পরীক্ষা, ফল সম্পন্ন করার জন্য, শিক্ষাব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনার জন্য আমরা প্রতিবছরের মতো ক্যালেন্ডার তৈরি করেছি। বিগত চার বছর তা অনুসরণ করা সম্ভব হলেও এ বছর তা হোঁচট খেয়েছে। অবিবেচক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্যই এমনটা হয়েছে।' ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'পাকিস্তান আমলের বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন থেকে আমি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আছি। কিন্তু পরীক্ষার সময় কখনো হরতাল-অবরোধ দিতে দেখিনি। অবাক হয়ে এবার তা লক্ষ করলাম। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি আমাদের নতুন প্রজন্মকে দাবিয়ে রাখার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে তছনছ করে দিচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।'